

বিষয় : ভারত ছাড়ো আন্দোলন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

ভারত ছাড়ো আন্দোলন :

ভূমিকা : ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে সংগঠিত ভারত ছাড়ো আন্দোলন ভারতের জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ও অবিস্মরণীয় ঘটনা। গান্ধিজি পরিচালিত গণ-আন্দোলনগুলির মধ্যে বীরত্ব ও ব্যাপকতার দিক থেকে এই আন্দোলন ছিল সবার আগে এবং ব্যতিক্রমী।

পটভূমি : ক্রিপস প্রস্তাবের ব্যর্থতা : ক্রিপস প্রস্তাবের ব্যর্থতায় কংগ্রেসের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের দূরত্ব বৃদ্ধি পায়। কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যে সুস্পষ্ট পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই পরিস্থিতিতে গান্ধিজি তাঁর আগের সংযম ও আপোসনীতি ত্যাগ করে তীব্র ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব গ্রহণ করেন।

জাপানের সাফল্য : সে সময়ের যুদ্ধ পরিস্থিতি অর্থাৎ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপানের চমকপ্রদ সাফল্য ভারতে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ব্রিটিশদের জাপানের হাতে পরাজয়ে ভারতবাসী উপলব্ধি করে যে ব্রিটিশদের দিন ফুরিয়ে আসছে।

খাদ্যসংকট ও তীব্র মূল্যবৃদ্ধি:

যুদ্ধের ফলে জিনিসপত্রের সংকট ও ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ মানুষকে দুর্দশার মধ্যে ঠেলে দেয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয় অতিরিক্ত করভার। স্বাভাবিকভাবে সাধারণ মানুষ ইংরেজ শাসনের অবসান কামনা করে।

জাপানি আক্রমণের আশঙ্কা:

এদিকে জাপানি আক্রমণের আশঙ্কা দিন দিন বাড়তে থাকে। আবুল কালাম আজাদের মতে জাপানি আক্রমণের আশঙ্কা গান্ধিজিকে সংঘবদ্ধ গণ-সংগ্রামের পথে পারিচালিত করে।

প্রস্তাব গ্রহণ :

১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ১৪ ই জুলাই কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি ওয়ার্ধায় ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণ করে। ৮ ই আগস্ট বোম্বাইয়ে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি এই ঐতিহাসিক ‘ভারত ছাড়ো’ প্রস্তাব অনুমোদন করল। এই প্রস্তাবে বলা হয়— ভারতের মজালের জন্য, বিশ্বের নিরাপত্তার জন্য, ফ্যাসিবাদ, নাৎসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের অবসানের জন্য ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান একান্তভাবে জরুরি। ব্রিটিশরা ভারত ছেড়ে চলে গেলে ভারতীয় প্রতিনিধিরাই স্বাধীন ভারতের জন্য সকলের গ্রহণযোগ্য একটি সংবিধান রচনা করবে। প্রস্তাবটি অনুমোদিত হওয়ার পর গান্ধিজি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন— ‘পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া আর কিছুতেই আমি সন্তুষ্ট হব না, হয় সিদ্ধি নয় মৃত্যু। আমরা ভারত স্বাধীন করব, নতুবা মৃত্যুবরণ করব। ‘করেঞ্জো ইয়ে মরেঞ্জো’ (Do or Die)

সূচনা:

৮ই আগস্ট গভীর রাতে কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হওয়ার কয়েকঘণ্টা পর (৯ই আগস্ট প্রত্যুষে ) গান্ধিজি , নেহরু, আজাদ সকল শীর্ষস্থানীয় নেতাকে গ্রেপ্তার করে কারাবন্দী করা হয়। কংগ্রেসের কোষাগার বায়েজাপু করে কংগ্রেসকে বেআইনি বলে ঘোষণা করা হয়। ক্রমে ভারতের সর্বত্র জেলাস্তর পর্যন্ত কংগ্রেসের নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়। নেতাদের গ্রেপ্তারের সংবাদে সারা দেশ উত্তাল হয়ে ওঠে এবং ভারতের সর্বত্র ভারত ছাড়ো বা আগস্ট আন্দোলনের সূচনা হয়। নেতৃত্বহীন জনসাধারণ নিজেরাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে।

আন্দোলনের প্রসার :

সারা দেশের সর্বত্র হরতাল , সভা-সমিতি, বিক্ষোভ, মিছিল শুরু হয়। আকাশে-বাতাসে ‘ইংরেজ ভারত ছাড়ো’ ধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠে। প্রথমদিকে শহরের যুব সম্প্রদায়, ছাত্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এরই সঙ্গে বিভিন্ন স্থানের শিল্পের সঙ্গে জড়িত শ্রমিকরা ধর্মঘটের মাধ্যমে এই আন্দোলনে সামিল হয়। এর ফলে যুদ্ধের জন্য সরবরাহ ব্যবস্থা ভেঙে গণ-বিরোধের আকার ধারণ করে। বিহার, পূর্ব-উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্রের

সাতারা অঞ্চল, বাংলার পুনিয় ব্রিটিশ শাসনকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলে। বিহারে এই আন্দোলন মারাত্মক আকার ধারণ করে। বাংলার মেদিনীপুর, তমলুক ও কাঁথিতে গণ-বিদ্রোহ ব্যাপক আকার ধারণ করে। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বর তমলুকে প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার। এর নেতৃত্বে ছিলেন সতীশচন্দ্র সামন্ত। তমলুক ছাড়ও উত্তরপ্রদেশের বালিয়া, মহারাষ্ট্রের সাতারা প্রভৃতি স্থানে জাতীয় সরকার গড়ে ওঠে।

#### নেতৃত্ব :

জাতীয় কংগ্রেসের প্রায় সমস্ত নেতাই গ্রেপ্তার হওয়ায় এই আন্দোলনে কিছু নতুন নেতার আবির্ভাব হয় যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন জয় প্রকাশ নারায়ণ, অরুণা আসফ আলি, রাম মনোহর লোহিয়া, উষা মেহতা, অজয় মুখার্জি, সতীশ সামন্ত, কনকলতা বড়ুয়া, চৈতু পাণ্ডে, সরযু পাণ্ডে, মাতঙ্গিনী হাজরা প্রমুখ।

#### আন্দোলন দমন :

এই আন্দোলন দমন করতে ব্রিটিশ সরকার জনগণের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছিল। গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া, বিমান থেকে গুলিবর্ষণ করা, নির্বিচারে গুলি চালানো এমন কি শিশু ও নারীদের ওপরও অকথ্য দৈহিক নির্যাতন চালানো হয়। সরকারি দমননীতির ব্যাপকতায় ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই আগস্ট আন্দোলন স্থিমিত হয়ে আসে সরকারি দমননীতির প্রতিবাদে ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে গান্ধিজি জেলে একুশ দিনের অনশন শুরু করেন। তিনি সরকারের এই দমননীতিকে ‘সিংহসূলভ হিংসা’ বলে অভিহিত করেন।

ঐতিহাসিক বিপানচন্দ্রের মতো ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহের পর ভারতে ব্রিটিশ সরকারের দমননীতির এমন নিষ্ঠুর ও ব্যাপক প্রকাশ আর দেখা যায়নি। তিনি আরও লিখেছেন যে, পুলিশ ও গোয়েন্দা পুলিশের হাতে দেশকে ছেড়ে দিয়ে তাদেরকে যা ইচ্ছে তাই করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার এ প্রসঙ্গে বলেছেন, ‘There is a limit or the barbarous atrocities perpetrated by the govt. in those terrible months of 1942.’

#### গুরুত্ব :

আগস্ট আন্দোলন বা ভারত ছাড়ো আন্দোলন ব্যর্থ হলেও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে এর গুরুত্ব অপরিমিত।

- (১) ব্রিটিশ সরকার এই আন্দোলনের তীব্রতা দেখে বুঝতে পারে যে ভারতে তাদের শাসন ব্যবস্থা শেষ হয়ে আসছে।
- (২) এই আন্দোলন ছিল প্রকৃত অর্থে এক গণবিপ্লব।
- (৩) জনগণের মনে কংগ্রেসের প্রভাব যে কত ব্যাপক তাও এই আন্দোলনে পরিষ্কার হয়।
- (৪) এই আন্দোলন ছিল সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক।
- (৫) এই আন্দোলন প্রমাণ করে দেয় ভারতের স্বাধীনতা আগতপ্রায়। জওহরলাল নেহরু একে ‘স্বতঃস্ফূর্ত গণ-অভ্যুত্থান’ বলে অভিহিত করেছেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি এই আন্দোলনকে ‘গণযুদ্ধ’ বলে আখ্যায়িত করেছে। অরুণাচন্দ্র ভূঁইয়া তাঁর ‘The Quit India Movement’ গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, এই আন্দোলনের ফলে জাতীয় জাগরণ ও জাতীয় ঐক্যবোধের যে মনোভাব গড়ে উঠেছিল তা ভারতের স্বাধীনতার পথ সুগম করেছিল।
- (৬) সবশেষে ড. অম্বরপ্রসাদের মতে, ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও তা ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ভারতের স্বাধীনতা ভিত্তি স্থান করে।